৫০ সহস্রতমিক পদ্ধতির
ওষুধের

# প্রয়োগ বিজ্ঞান

ডাঃ হরিমোহন চৌধুরী

## সূচীপত্র


| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অর্গানন কি | ১ |
| অর্গাননের সংস্কার | ১ |
| পঞ্চম সংস্করণে হোমিওপ্যাথি সমস্যা-সংকুল | ১ |
| হোমিওপ্যাথিকে সমস্যামুক্ত করার জন্যই অর্গানন ৬ষ্ঠ সংস্করণ | ২ |
| নতুন পদ্ধতির ওষুধের নাম ও চিহ্ন | ২ |
| হোমিও-বিজ্ঞানে ক্রমোন্নতি | ২ |
| পঞ্চম সংস্করণ বাতিল | ৩ |
| পুরাতনকে নয়; নতুনকেই বরণ করতে হবে | ৩ |
| ৬ষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশে বিলম্ব | ৩ |
| বাংলাদেশ ও ভারতে এই পদ্ধতির প্রবর্তন | ৫ |
| নবতম পদ্ধতির বিশেষত্ব | ৫ |
| ওষুধ প্রস্তুত প্রণালী | ৭ |
| পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতির ওষুধের প্রয়োগ বিজ্ঞানঃ হ্যানিম্যান একক | ১১ |
| আমরা অযোগ্য উত্তরাধিকারী | ১১ |
| যথার্থ প্রয়োগ ব্যতীত বিজ্ঞান অর্থহীন | ১১ |
| অর্গানন হতে শিক্ষাই নিরাপদ | ১২ |
| রোগের শ্রেণী বিভাগঃ ২৪৮ সূত্রে রোগকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে | ১২ |
| রোগের শ্রেণীভেদে ওষুধ প্রয়োগও ভিন্ন | ১৩ |
| আগেকার একমাত্রার স্থলে, এখন বিভক্ত, ক্ষুদ্র বহুমাত্রা | ১৩ |
| এক মাত্রা না দিয়ে জলে গুলে বিভক্ত মাত্রায় ওষুধ প্রয়োগের যুক্তি | ১৪ |
| প্রথম প্রদত্ত ওষুধ কতদিন চলবে | ১৪ |
| কেবল শক্তি পরিবর্তন করতে হবে | ১৪ |
| কখন ওষুধ পরিবর্তন করতে হবে | ১৪ |
| এই পরিবর্তিত ওষুধ কত শক্তি হতে দিতে হবে | ১৫ |
| কতশক্তি হতে চিকিৎসা আরম্ভ করতে হবে | ১৫ |
| শক্তি সম্বন্ধে নোসোডে ব্যতিক্রম | ১৬ |

বিষয় | পৃষ্ঠা


শক্তি সম্বন্ধে অবৈজ্ঞানিক বিতর্ক ........................................ ১৬
হোমিও ওষুধ গতিশীল আরোগ্যকারী শক্তিসম্পন্ন ........................................ ১৬
অপপ্রয়োগে ক্ষতি ........................................ ১৭
ক্ষতির দিক হতে শেষোক্ত পদ্ধতি অনেক নিরাপদ ........................................ ১৭
যা 'উগ্র' তা কি মানুষকে প্রয়োগ করা যায় ........................................ ১৭
শক্তির সীমা ........................................ ১৭
চিকিৎসাকালে বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হলে ........................................ ১৮
ওষুধ প্রয়োগের শর্ত ........................................ ২০
ওষুধ জলে গুলবার বা দ্রব করবার নিয়ম ........................................ ২১
সেবনের নির্দেশ ........................................ ২১
এইরূপ মাত্রাতেও বৃদ্ধি দেখা দিলে ........................................ ২২
ক্ষুদ্রতম বা সূক্ষ্মতম মাত্রা প্রয়োগে ব্যতিক্রম ........................................ ২৩
বাহ্যিক প্রয়োগ ........................................ ২৪
ওষুধ কিভাবে প্রয়োগ করতে হবে ........................................ ২৪
মুখে সেবনার্থে প্রয়োগ ........................................ ২৪
নাসিকা বা মুখ দিয়ে ঘ্রাণ দ্বারা ওষুধ প্রয়োগ ........................................ ২৫
ঘ্রাণে প্রয়োগের ওষুধ কিভাবে প্রস্তুত ও প্রয়োগ করতে হবে ........................................ ২৫
ঘ্রাণে আরোগ্য সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ পোষণ করা কি উচিত? ........................................ ২৫
মর্দনের দ্বারা প্রয়োগ ........................................ ২৬
মাতা বা ধাত্রীর দুগ্ধের মাধ্যমে ওষুধ প্রয়োগ ........................................ ২৬
প্রতিষেধক ওষুধ প্রয়োগের নিয়ম ........................................ ২৬
বিশেষ কতগুলি ওষুধে শততমিকের সতর্কতা এ পদ্ধতিতে নিষ্প্রয়োজন. ২৭
ওষুধ প্রয়োগের প্রশস্ত সময় ........................................ ২৭
হোমিওপ্যাথিক ওষুধ প্রয়োগে একটি ব্যতিক্রম ........................................ ২৮
এক সময়ে একটি মাত্র ওষুধই প্রয়োগ করতে হবে ........................................ ২৮
মিশ্র ওষুধ, স্পেসিফিক, টনিক, মলম হোমিওপ্যাথি অনুমোদন করে না . ২৮
ওষুধ ও শক্তি নিয়ে ছিনিমিনি ........................................ ২৯

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| হ্যানিম্যান অনেক বড় | ৩০ |
| ওষুধ নির্বাচন | ৩১ |
| ওষুধ প্রয়োগের সতর্কতা | ৩২ |
| পথ্য ও পরিচর্যা | ৩৪ |
| আরোগ্য | ৩৪ |
| ৫০ সহস্রতমিক পদ্ধতির ওষুধের বিশেষত্ব | ৩৫ |
| ৫০ সহস্রতমিক পদ্ধতিতে ওষুধজনিত বৃদ্ধি পরিহারের উপায় কি? | ৫২ |
| রোগী তত্ত্ব | ৬৫ |
| লেখকের চিকিৎসিত অচির রোগের রোগীতত্ত্ব | ৬৭ |
| পুরাতন রোগী হ্যানিম্যানের চিকিৎসিত রোগীতত্ত্ব | ৭১ |
| লেখকের চিকিৎসিত চির রোগের রোগীতত্ত্ব | ৭৫ |
| ঘ্রাণে চিকিৎসিত রোগীলিপি | ৮৫ |
| উপসংহার | ৯০ |
| সুধী চিকিৎসকবৃন্দের রোগীতত্ত্ব | ৯৩ |
| বাংলাদেশ অগ্রণী | ১০২ |

## ৫০ সহস্রতমিক পদ্ধতির ওষুধের প্রয়োগ বিজ্ঞান

### অর্গানন কিঃ

যে মূলনীতির উপর হোমিওপ্যাথির বিজ্ঞান-সৌধ প্রতিষ্ঠিত, প্রকৃত চিকিৎসা-বিজ্ঞানীর সংজ্ঞা, দায়িত্ব, কর্তব্য এবং আরোগ্যকলা যাতে নির্দেশিত, 'হোমিওপ্যাথি কি এবং কেন' প্রভৃতি মূল প্রশ্নের সমাধানে যা এবং সমৃদ্ধ- সর্বোপরি রুগ্ন মানবজাতিকে সর্বাঙ্গীন সুস্থ রেখে আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু দান করতঃ প্রগতিশীল, সুখী, সমৃদ্ধিশীল, মুক্ত মানব সমাজ গড়বার সুস্পষ্ট ঈঙ্গিত যাতে বিধৃত–তাই হ্যানিম্যানের 'চিকিৎসা পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা' বা 'অর্গানন অব মেডিসিন'।

### অর্গাননের সংস্কারঃ

পরীক্ষা-নিরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতাই বিজ্ঞানের ভিত্তি। প্রয়োগের মাধ্যমে ত্রুটিমুক্ত করার মধ্যেই বিজ্ঞানের পূর্ণতার দিকে অভিযাত্রা। কাজেই কোন বিজ্ঞানই আবিস্কারের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণতালাভ করে না। হোমিওপ্যাথির মূল ভিত্তি অর্গানন সম্বন্ধেও এইটি সত্য। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে অর্গানন ১ম সংস্করণ। পরীক্ষা-নিরীক্ষা-প্রয়োগে ত্রুটিশূন্য করার পথে–১৮১৮, ১৮২৪. ১৮২৯ ও ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে অর্গাননের যথাক্রমে ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম সংস্করণের আত্মপ্রকাশ।

### পঞ্চম সংস্করণে হোমিওপ্যাথি সমস্যা সংকুলঃ

এই ৫ম সংস্করণোক্ত শততমিক পদ্ধতির ওষুধের দ্বারা চিকিৎসা করতে আরম্ভ করে হ্যানিম্যান বিবিধ সমস্যার সম্মুখীন হলেন। কারণ অর্গানন ২য় সূত্রের শর্ত ও মর্যাদা এই বহুল প্রচলিত শততমিক পদ্ধতির ওষুধের দ্বারা প্রতিপালিত হয় না।

### সমস্যাসমূহঃ

১। অনেক ক্ষেত্রে সত্বর ও নিরুপদ্রবে (স্বচ্ছন্দে) রোগী আরোগ্য করা কিছুতেই সম্ভব হয় না। আরোগ্য দীর্ঘ সময় লাগে।

২। সুনির্বাচিত ওষুধ প্রয়োগের পর অনভিপ্রেত ওষুধজঃ বৃদ্ধি আসে।

৩। উচ্চশক্তির একটি মাত্রাই ধীরগতিতে দীর্ঘকাল ক্রিয়া প্রকাশ করিতে থাকে।

৪। প্রয়োজন ও রোগবিশেষ থাকা সত্ত্বেও ঘন ঘন মাত্রা পুনঃ প্রয়োগ করা যায় না। ফলে রোগী দীর্ঘকাল কষ্ট ভোগ করেন।

৫। শক্তি ও মাত্রা সমস্যা এক বিতর্ক ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে।

## হোমিওপ্যাথিকে সমস্যামুক্ত করার জন্যই অর্গানন ৬ষ্ঠ সংস্করণঃ

৬ষ্ঠ সংস্করণের পাণ্ডুলিপি শেষ করার ১২৯ বৎসর পরেও ৫ম সংস্করণের শততমিক পদ্ধতির ওষুধ নিয়ে আমরা অনেকে সন্তুষ্ট থাকলেও বিজ্ঞানী ও মানবপ্রেমিক হ্যানিম্যান কিন্তু-উক্ত সমস্যা সংকুল, অসম্পূর্ণ ৫ম সংস্করণ নিয়ে, আত্মতৃপ্তি লাভ করতে পারেন নি। তাই অশীতিবৎসর বয়সেও তিনি পুনরায় 'শ্রমবহুল পরীক্ষা-প্রতি পরীক্ষায়' আত্মনিয়োগ করলেন। ১৮৩৮ থেকে ১৮৪২ সাল পর্যন্ত এই দুরূহ অনুশীলন ও গবেষণা কার্য সুসম্পন্ন করার পর, মৃত্যুর প্রাক্কালে 'পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি' (Perfected method) অর্গানন ৬ষ্ঠ সংস্করণে (পাণ্ডুলিপি আকারে) রোগ-ক্লিষ্ট মানুষের মুক্তিদাতা চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের হাতে উৎসর্গ করে গেলেন (১৮৪২-৪৩ সালে)।

এই শেষ সংস্করণের ওষুধ প্রস্তুত; শক্তিকরণ (dynamization) এবং প্রয়োগ পদ্ধতি (mode of administration) এবং রোগী পর্যবেক্ষণ (observation) ই হ্যামিম্যান 'পূর্ণাঙ্গ-পদ্ধতি' (perfected method) বা 'নতুন শক্তিকরণ পদ্ধতি' (New dynamization method) নামে অভিহিত করেছন। এইখানেই পঞ্চম সংস্করণের সঙ্গে গুণগত পরিবর্তন সাধন হয়েছে।

## নতুন পদ্ধতির ওষুধের নাম ও চিহ্নঃ

এই সংস্করণের ওষুধ শক্তি 'সহস্রতমিক শক্তি', '৫০ সহস্রতমিক শক্তি' 'নতুন শক্তি', 'নবতম শক্তি' প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত। এই ওষুধ শক্তিকে পাশ্চাত্য দেশে ১/০, ২/০, ভারতে ০/১, ০/২ এবং বাংলাদেশে এম/১ এম/২, প্রভৃতি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। তবে এল=যেহেতু ৫০, সুতরাং এল এম/১, এল এম/২ (LM/1, LM/2) করা হলে বা লেখা হলেই সর্বাপেক্ষা সঠিক হবে।

## হোমিও বিজ্ঞানে ক্রমোন্নতিঃ

ক্রমবিকাশের পথে ক্রমোন্নতি প্রকৃতির ধর্ম। বিজ্ঞানের ধর্মও তাই হোমিওপ্যাথি যেহেতু বিজ্ঞান-এইখানেও তাই সাধিত হয়েছে ও হবে। আবিস্কর্তা হ্যানিম্যান স্বীয়জীবনে যতদূর সম্ভব হোমিও বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতিই সাধন করেছেন।

বিজ্ঞানের ধর্ম-উন্নততর তত্ত্ব ও তথ্য আবিস্কৃত হলে পুরাতন তত্ত্ব-তথ্য বাতিল হয়ে যায় ও অকেজো হয়ে পড়ে। নতুন পুরাতনের স্থলাভিষিক্ত হয়। অর্গাননের ক্ষেত্রে ও তাই হয়েছে। দ্বিতীয় সংস্করণের পর প্রথম সংস্করণ তিনি বাতিল করেছেন, অনুরুপভাবে তৃতীয়ের পর দ্বিতীয়, চতুর্থের পর তৃতীয় ও পঞ্চমের পর চতুর্থ সংস্করণ বর্জিত হয়েছে। নতুনের পর পুরাতন সংস্করণসমূহের প্রয়োজন শেষ হয়েছে।

## পঞ্চম সংস্করণ বাতিলঃ

অনেক চিকিৎসা বিজ্ঞানী পূর্ব সংস্কারবশতঃ বা জেনে শুনে ব্যবসায়িক ক্ষতির ভয়ে বা না জেনে আজ পর্যন্ত ৬ষ্ঠ সংস্করণোক্ত পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতিকে গ্রহণ না করলেও প্রচলিত শততমিক পদ্ধতির ওষুধসহ অর্গানন পঞ্চম সংস্করণ বৈজ্ঞানিক ও মানবিক এই উভয় কারণেই বাতিল হয়ে গেছে (২৪৬ ও ২৭০ সূত্রের পাদটীকা)। সঙ্গে সঙ্গে হোমিও বিজ্ঞানের পঞ্চম সংস্করণ পর্যন্ত উদ্ভুত সমস্যাদিরও সমাধান হয়ে গেছে। এই প্রসঙ্গে হ্যানিম্যানের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত সবিশেষ প্রণিধানযোগ্যঃ "..... নতুন, পরিবর্তিত ও পূর্ণাঙ্গ প্রথায় (হোমিওপ্যাথির লেখক) সর্ব প্রকার সমস্যার সামগ্রিক সমাধান হল" (all these difficulties are wholly solved by my new, altered but per-fected mehod-Folt Note No. 132, Organon 6th Edn.)।

উপরিউক্ত দোষমুক্ত, নতুন, পরিবর্তিত ও পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতিতে পূর্বেকার তুলনায় অনন্ত আরোগ্যকারী ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ৬ষ্ঠ সংস্করণ অনুযায়ী নতুন পদ্ধতির প্রতি অনেক চিকিৎসকের উদাসীনতা আমাদের দুর্বোধ্য।

## পুরাতনকে নয়; নতুনকে বরণ করতে হবেঃ

পুরাতনপন্থী বিরুদ্ধবাদীদের বাধা, বিপত্তি ও অপপ্রচারের প্রাচীর ডিঙিয়ে আমাদের সত্যের দিকে অগ্রসর হতে হবে। মনে রাখতে হবে, হোমিও-বিজ্ঞানে হ্যানিম্যানই আজ পর্যন্ত আমাদের অথরিটি। চিকিৎসা বিজ্ঞানে হ্যানিম্যানের চাইতে বড় বৈজ্ঞানিক বা চিন্তাবিদ আমাদের মধ্যে আজ পর্যন্ত কেউ নেই বা ছিলেন না। কাজেই হ্যানিম্যানের অর্গানন ৫ম সংস্করণের পর যেমন ৪র্থ বাতিল, ৬ষ্ঠ সংস্করণের পরও (ক) ৫ম সংস্করণ বাতিল, (খ) শততমিক শক্তি বাতিল, (গ) পঞ্চমের ওষুধ প্রস্তুত পদ্ধতি বাতিল (ঘ) ওষুধ প্রয়োগবিধি বাতিল, (ঙ) ওষুধ প্রয়োগের পর বাতিল পূর্বেকার রোগী পর্যবেক্ষণ প্রণালী। যুক্তি নির্ভর, প্রয়োগ-পরীক্ষা-প্রমাণ সিদ্ধ উন্নততর বৈজ্ঞানিক আবিস্কারের পর, অপেক্ষাকৃত অনুন্নত, পুরানো, বাতিল পদ্ধতি নিয়ে বসে থাকবার কোন বাস্তব যুক্তি নেই। প্রাকৃতিক ও বৈজ্ঞানিক সত্য সর্বদাই গতিশীল, সেইজন্য আমাদের মানসিকতাকেও সর্বদা গতিশীল রাখতে হবে। স্থিতিশীলতা বা রক্ষণশীলতা যেহেতু ক্রমবিকাশ বা ক্রমোন্নতির পথে বিঘ্নস্বরুপ, তা প্রতিক্রিয়াশীলতার পরিচায়ক। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের সেই জন্যই বিজ্ঞানমনা ও প্রগতিশীল হতে হবে। অকেজো, অনুন্নত প্রাচীন পুরোনোকে নয়, অপেক্ষাকৃত উন্নততর, নতুনকেই বরণ করতে হবে।

## ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশে বিলম্বঃ

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে ১৮৩৮ হতে ১৮৪২ সাল পর্যন্ত হ্যানিম্যান পরীক্ষা-প্রতিপরীক্ষা-প্রয়োগ-প্রমাণে সিদ্ধ তাঁর শেষ বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত অর্গানন ৬ষ্ঠ সংস্করণ-পাণ্ডুলিপি আকারে ১৮৪২ সালে সমাপ্ত করেন। তিনি তাঁর প্রকাশক ডাসেলডর্পের মিঃ স্কভ (Schaub) কে ১৮৪২ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী এক পত্রে লেখেন, "সুদীর্ঘ ১৮ মাস পরিশ্রম করবার পর আমি অর্গানন ৬ষ্ঠ সংস্করণ সমাপ্ত করেছি। পূর্বেকার সবগুলির

তুলনায় ইহা অনেকটা পূর্ণাঙ্গ" (........... the most nearly perfect of all)। প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও জার্মান নানা কারণে হ্যানিম্যান ইহা প্রকাশ করে যেতে পারেননি। পরের বৎসর ২রা জুলাই তাঁর কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে। স্বভাবতই পাণ্ডুলিপিখানি তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী মাদাম মেলানীর (Madam Melanie) হাতে থাকে। "A Sixth edition, essentially improved and more compiete, was not only ready for the printer during the lifetime of the venerable author (in Paris), but the latter had already begun to print, when the widow at his death took back the work and the sheets already printed, and she has not so for been willing to publish the manuscript." (দ্রঃ ডাঃ বোনিং হোসেনের The Lesser Writings, 1st Indian Edition, Page-38)। জানা গিয়েছে মেলানীর অস্বাভাবিক অর্থলালসার জন্য তাঁর জীবৎকালেও ইহা প্রকাশিত হতে পারেনি। হ্যানিম্যানের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও বৈবাহিক ডাঃ বোনিং হোসেন (Dr. Boen-mi... housen) সহ ফরাসী, বৃটিশ ও আমেরিকার অনেক ভক্ত ও অনুরাগী ইহা প্রকাশের জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেননি। অবশেষে জার্মানের ডাঃ হেল (Dr. r. Haehl) ১৯২০ সালে ইহা জার্মান ভাষায় এবং ১৯২১ সালে আমেরিকার ডাঃ বোরিক (Dr. William Boericke) ইহার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন।

১৯২০-২১ সালে অর্গানন এই শেষ সংস্করণ পৃথিবীর আলোতে আসিলেও দুই যুগেরও বেশী ইহার নতুনত্ব, অভিনবত্ব গণ মানুষের অগোচরে, অন্ধকারে রয়ে গেল। এমন কি, অন্যতম অনুবাদক ডাঃ বোরিকের বিশ্ববিখ্যাত ওষুধ প্রতিষ্ঠান 'বোরিক এণ্ড ট্যাফেল' বই প্রকাশ করলেও নতুন পদ্ধতির ওষুধ এখন পর্যন্ত প্রস্তুত করেননি। অথচ হোমিওপ্যাথির মূলনীতি বর্জিত "এলফ্যালফা টনিক", "ব্রেইন টনিক", "নার্ভ টনিক" সহ শত শত "স্পেসিফিক", "মিশ্র ওষুধ" প্রস্তুত ও পরিবেশনার ব্যাপারে সেই প্রতিষ্ঠান অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

পরিশেষে মাত্র ১৯৫০ সালের এপ্রিল সংখ্যায়, ফরাসী লোজন নগরীর ডাঃ চার্লস পাহুদ (Dr. Charls Pahud) "বৃটিশ হোমিওপ্যাথিক জার্ণালে" 'হ্যানিম্যানের ৫০ সহস্রতমিক শক্তি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা' নামক প্রবন্ধে অর্গানন ৬ষ্ঠ সংস্করণের ব্যাপারে বিশ্বের হোমিও চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অতঃপর ১৯৫৪ হতে ১৯৫৬ সালের মধ্যে জেনেভার ডাঃ পিয়ার স্মিথ (Dr. Pierre Schmidt) 'বৃটিশ হোমিওপ্যাথিক জার্ণাল' ও 'জার্ণাল অব দি আমেরিকান ইনষ্টিটিউট অব হোমিওপ্যাথি' প্রভৃতি প্রত্রিকায় অর্গানন ৬ষ্ঠ সংস্করণের নতুন পদ্ধতি সম্বন্ধে অমূল্য প্রবন্ধ ও তাঁর ভাষণের বিবরণ প্রকাশ করে হোমিও-বিজ্ঞানের প্রগতির দ্বার আমাদের সামনে উন্মুক্ত করে দেন। সেই জন্য আমরা এই উভয় সমধর্মী বন্ধুর নিকট ঋণী।

## বাংলাদেশ ও ভারতে এই পদ্ধতির প্রবর্তনঃ

১৯৫৭ সাল হতে ভারতে 'হ্যানিম্যান' পত্রিকার মাধ্যমে শ্রদ্ধেয় ডাঃ দেবেন্দ্রকুমার রায়, ডাঃ খগেন্দ্রনাথ বসু ও ডাঃ বিজয়কুমার বসু নতুন পদ্ধতির উপর আলোচনা আরম্ভ করেন এবং 'হ্যানিম্যান পাব্লিশিং কোম্পানী' এই পদ্ধতিতে কিছু কিছু ওষুধ প্রস্তুত করতে থাকেন। ১৯৫৮ সাল হতে বাংলাদেশে শ্রদ্ধেয় ডাঃ চণ্ডীপদ চক্রবর্তী অর্গানন ৬ষ্ঠ সংস্করণ অনুযায়ী ওষুধ প্রস্তুত, প্রয়োগ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং নানা পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখা আরম্ভ করেন এবং তিনিই আমাদের দেশে নতুন পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। এইজন্য তিনি অশেষ ত্যাগ ও শ্রম স্বীকার করেছেন বলেই আজ বাংলাদেশ হ্যানিম্যানের এই পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি রুপায়ণে বিশ্বে দ্বিতীয় দেশের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। তারপর ডাঃ চক্রবর্তীর সক্রিয় সহযোগিতায় 'কসমোপলিটন হোমিও ষ্টোর্স' ১৯৬১ সাল হতে নতুন পদ্ধতিয় ওষুধ প্রস্তুত ও পরিবেশন আরম্ভ করে। এই নবতম পদ্ধতি রুপায়ণের জন্য এই প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন পরিচালক জনাব আব্বাসউদ্দীন আহমদ ও জনাব আবুল কালাম আজাদ সুদীর্ঘ তিন বছর কোনরূপ পারিশ্রমিক ছাড়াই 'কসমোপলিটানকে অনেকগুলো ওষুধ প্রস্তুত করে দিয়েছেন। তাঁদের এই আত্মত্যাগ ব্যতীত বাংলাদেশে নতুন পদ্ধতি এতখানি প্রতিষ্ঠালাভ করতে সমর্থ হতো না। তদুপরি সিলেটের ডাঃ আলাউদ্দিন ও ডাঃ হোসেন রাজা চৌধুরী, কক্সবাজারের ডাঃ মোঃ ফৌজুল কবীর, ডাঃ কবীর আহমদ, ডাঃ বিনোদবিহারী শর্মা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ডাঃ আনোয়ার হোসেন, ঢাকার জনাব আবুল হাশেম প্রমুখ অনেকেই হ্যানিম্যানের শেষ বৈজ্ঞানিক অবদান বাস্তবায়নে "কসমোপলিটান" কে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন। বাংলাদেশে এই পদ্ধতি প্রবর্তনের ইতিহাসে তাঁদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

## নবতম পদ্ধতির বিশেষত্বঃ

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে, পঞ্চম সংস্করণ বা শততমিক পদ্ধতি পর্যন্ত হোমিওপ্যাথি সমস্যা সংকুল ছিল। অসম্পূর্ণতাই সমস্যা, সম্পূর্ণতাই সমাধান। পঞ্চম সংস্করণ পর্যন্ত-হোমিও বিজ্ঞান অনেকটা অসম্পূর্ণ, ৬ষ্ঠ সংস্করণে অনেকখানি সম্পূর্ণ। হ্যানিম্যানও পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকার তৃতীয় পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন, "হোমিওপ্যাথি সম্পূর্ণতার খুব নিকটবর্তী" (....... our homoeopathic system has ad-vanced so near to perfection), আর ৬ষ্ঠ সংস্করণ সম্বন্ধে তিনি তাঁর প্রকাশককে লিখেছেন, "পূর্বেকার সবগুলির তুলনায় ইহা প্রায় পূর্ণাঙ্গ" (...... the most nearly perfect of all)। সুতরাং ৫ম সংস্করণ সম্পূর্ণতার কাছাকাছি কিন্তু সম্পূর্ণ নয়; আর ৬ষ্ঠ সংস্করণ প্রায় সম্পূর্ণ।

অর্গানন ৫ম সংস্করণ সম্বন্ধে এবং ঐ সংস্করণের শততমিক পদ্ধতির ওষুধ বাতিল সম্বন্ধে হ্যানিম্যানের আর একটি বক্তব্য পাঠকদের কাছে উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। অর্গানন ২৪৬ সূত্রের ১৩২ নং পাদটীকায় তিনি বলেছেন,

"জীবনীশক্তির অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া রোধ করবার জন্য আমি পঞ্চম সংস্করণের এই অনুচ্ছেদের উপর সুদীর্ঘ পাদটীকায় যা বলেছিলাম তা তখনকার অভিজ্ঞতা প্রসূত কিন্তু বিগত ৪/৫ বৎসরে আমার নতুন, পরিবর্তিত ও পূর্ণাঙ্গ প্রথায় এই সমস্ত অসুবিধার সামগ্রিক সমাধান হয়েছে" (What I said in the fifth edition of the Organon in a long note to this paragraph on order to prevent these undesirable reaction of the vital energy, was all that the experience I then had justified. But during the last four or five years, however, all these difficulties are wholly solved by my new, altered byt perfected method)। হ্যানিম্যানের এই উক্তি হতেই আমরা বুঝতে পারি, শততমিক পদ্ধতির ওষুধ জীবনীশক্তির উপর একটি অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া সাধন করত, কিন্তু সেই সমস্যা 'পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতির' ওষুধ সমাধান করেছে।

এখন ওষুধ রোগীকে আর আক্রমন করে না, 'আরোগ্যকররূপে রোগীর রুগ্ন অঙ্গকে স্পর্শ করে, (২৭০ সূত্রের পাদটীকা)।

শততমিক পদ্ধতির ওষুধ প্রয়োগের পর যে বৃদ্ধি হতো তা নবতম পদ্ধতির ওষুধে হবে না। "এখন চিকিৎসার শেষভাগে রোগীর ওষুধের প্রয়োজন না থাকলে তখন বৃদ্ধি আসবে।" (সূত্র ১৬১)।

শততমিকের তুলনায় এই পদ্ধতিতে অনন্তগুণে "শক্তির বিকাশ হয় কিন্তু প্রতিক্রিয়ায় ইহা মৃদুতম।" (২৭০ সূত্রের পাদটীকা)।

শততমিক পদ্ধতির ওষুধের দ্বারা আরোগ্য করতে দীর্ঘ সময় লাগত। ডাঃ কেন্ট ও ডাঃ ঘটকের রোগীলিপি পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই-তাঁরা প্রত্যেকটি রোগীকে দুই হতে ৬/৭ বৎসর পর্যন্ত চিকিৎসা করেছেন। কাজেই আরোগ্য দীর্ঘসূত্রতা পুরাতন পদ্ধতির ওষুধের অন্যতম ত্রুটি। কিন্তু নতুন পদ্ধতির ওষুধের দ্বারা রোগী এখন আগের অর্ধেক, এক চতুর্থাংশ, এমন কি, আরও কম সময়ে আরোগ্য লাভ করতে পারে।" (২৪৬ সূত্র)।

"রোগ থাকা সত্ত্বেও একটি মাত্রায় ক্রিয়া চলাকালে শততমিক পদ্ধতির ওষুধ দ্বিতীয়বার দেওয়া চলত না, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতির সুনির্বাচিত ওষুধ এখন "প্রতিদিন এবং মাসের পর মাস ধরে প্রয়োগ করা যায় এবং তাতে রোগী উত্তরোত্তর আরোগ্য লাভ করতে থাকেন।" (২৪৮ সূত্র)।

শততমিক ওষুধ প্রয়োগের পর ডাক্তার ও রোগী উভয়েই ওষুধের হাতে বন্দী থাকে। আর এখন নতুন পদ্ধতির ওষুধের বেলায় চিকিৎসক ও রোগী উভয়েই স্বাধীন। যখন প্রয়োজন, যখন ইচ্ছা তখনই ওষুধ দিতে পারি, এমন কি রোগীর কষ্ট অসহ্য বা প্রচণ্ড না হলে এন্টিডোট না দিয়ে ও সুনির্বাচিত ওষুধ দিতে কোন বাধা নেই। [২৫ পৃঃ (ঙ)